ছাত্রদলের মানববন্ধন

গুপ্ত রাজনীতি অবসান ও নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

আওয়ামী লীগের ১৫ বছরে ছাত্রলীগের পদ-পদবি নিয়ে যারা ছাত্রদল ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, তারাই পরিচয় গোপনের সেই ধারা অব্যাহত রেখে এখন নারী নিপীড়নের ঘটনা ঘটাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ইসলামী ছাত্রশিবিরের এই গুপ্ত রাজনীতির পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। ডাকসু নির্বাচন ঘিরে আদালতে রিট আবেদনকারী ছাত্রীকে গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদে গতকাল সুপ্রিমকোর্টের প্রধান ফটকে এক মানববন্ধনে এসব অভিযোগ করেন ছাত্রদল নেতারা। সঞ্চালনা করেন ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক মানসুরা আলম।

ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম বলেন, ছাত্রশিবির গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে অনেক কিছু বাস্তবায়ন করতে চায়। তারা বিগত সাড়ে ১৫ বছর গুপ্ত রাজনীতি করেছে। এখনও যদি তারা লজ্জা পায়, আহ্বান জানাই তারা যেন বোরকা আর চুড়ি পরে এই রাজনীতি করে। তিনি বলেন, শিবির নাকি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। অথচ বিগত সাড়ে ১৫ বছর তারা খুনি হাসিনাকে বেশি ভয় পেয়েছে। তারা খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে একটি স্ট্যাটাস দেওয়ারও সাহস রাখেনি। তারা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের পদ-পদবি নিয়ে শিক্ষার্থী এবং ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলায় জড়িত। পরিচয় গুপ্ত থাকায় তাদের বিরুদ্ধে একটি জিডি পর্যন্ত হয়নি।

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন বলেন, ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া শিবিরের এক নেতা ছাত্রলীগে জড়িত থাকার কারণে আমাদের এক বামপন্থি বোন একটি রিট দায়ের করেছিলেন। শুধু সে অপরাধে একজন গুপ্তশিবির যেভাবে আমাদের সেই সহযোদ্ধা বোনকে পদযাত্রা করে গণধর্ষণের হুমকি দিয়েছিল, তার প্রতিবাদে এই মানববন্ধন।

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দেশে নারীদের ওপর সাইবার বুলিং, আক্রমণ ও হেয় করা এবং গণধর্ষণের হুমকি দেওয়ার প্রতিটি ঘটনায় ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতা-কর্মীরা জড়িত। ছাত্রদল বারবার বলার চেষ্টা করেছে, ছাত্র রাজনীতি হতে হবে প্রকাশ্যে গণতান্ত্রিক রাজনীতি। কিন্তু বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, বিশেষ করে ভাইস চ্যান্সেলর এবং প্রক্টরের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গুপ্ত রাজনীতি চলমান রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন গুপ্ত রাজনীতি না থাকে, সেই ঘোষণা দিতে উপাচার্যের প্রতি দাবি জানাই।

ছাত্রশিবিরের কোনো পর্যায়ের কোনো প্যানেলকে নির্বাচিত না করার আহ্বান জানিয়ে নাছির উদ্দিন বলেন, যে বোনের প্রতি পদযাত্রা করে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছিল, আমরা তার নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে নারীদের প্রতি যেভাবে সাইবার বুলিং এবং হেনস্তা করা হচ্ছে, সেজন্য ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনে গুপ্ত সংগঠন ছাত্রশিবিরের কোনো পর্যায়ের কোনো প্যানেলকে আপনারা নির্বাচিত করবেন না।

ছাত্রদল নেত্রী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রুপন্তী রত্না বলেন, আমরা নারী শিক্ষার্থীরা রাজনীতিতে সক্রিয় হতে চাই, কিন্তু গুপ্ত সংগঠনের ভয়ভীতি আমাদের প্রতিদিন পিছু টেনে ধরে। এখন সময় এসেছে এই গুপ্ত রাজনীতি বন্ধ করার। অন্যথায় আমরা নীরব থাকব না।

ছাত্রদলের সহ-সভাপতি রেহানা আক্তার শিরিন বলেন, ৭১-এর পরাজিত শক্তি আর ’২৪-এর পরাজিত শক্তি এক হয়ে আজ নারীদের নিপীড়ন করছে। ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজির শিক্ষার্থী সাদিয়া সুলতানা বলেন, সরকারের কাছে দাবি জানাই, নারীদের হেনস্তাকারী যে-ই হোক, তার বিরুদ্ধে যেন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।